পূজা কার
?
স্বামী আনন্দবোধ সরস্বতী

ওঁম্

পূজা কার

লেখক ঃ

স্বামী আনন্দবোধ সরস্বতী

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১০ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক ঃ
দীনদয়াল গুপ্ত
মহামন্ত্রী, বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা-৭০০০০৬

সম্পাদক ঃ
আচার্য যোগেশ শাস্ত্রী

প্রেরণাস্রোত ঃ
শ্রী নিরঞ্জন কুমার আর্য

ব্যবস্থাপক ঃ
সমীরণ আর্য

অক্ষর বিন্যাস ঃ
বাবলু দুবে
এ.ডী.-১৬১, সমর দে সরণী
কৃষ্ণপুর, কোলকাতা-১০২

মূল্য ঃ ৮ .০০ টাকা

ওতম্

পূজা কার ?

জীবাত্মা কার্য করার জন্য স্বতন্ত্র আর ফল ভোগার জন্য পরতন্ত্র। এটা সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরই পর নিশ্চিতভাবে এই মার্গের অবলম্বন করা উচিৎ। যাহা আত্মকল্যানের সহায়। মানুষ জন্ম অনেক জ্ঞান পূর্বক শুভ কর্ম করার পর পাওয়া যায়। অতঃপর জ্ঞান কর্ম উপাসনার দ্বারা সমস্ত জীবন পর্যন্ত ভালভাবে বুঝিয়া আত্মজ্যোতির জ্ঞানাগ্নির প্রজ্জ্বলন করিয়া আত্মকল্যানের পবিত্র মার্গের পথিক হওয়া উচিৎ।

অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়েতি।

আমাদের অসত্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোকে দর্শন করিতে হইবে। মৃত্যুকে জয় করে অমৃত অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইবে।

মাতা-পিতার আজ্ঞা পালনই ধর্ম। শাস্ত্রকার ধর্মে কী লক্ষণ বলিয়াছেন-

"য়তো অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"

যে কর্মের দ্বারা ইহলোক ও পরলোক দুই সিদ্ধ হয় উহাই ধর্ম। ইহাই মনুষ্য জন্মকে সার্থক বানাতে অত্যন্ত আবশ্যক। ধর্মের তত্বকে জানার পর যাহাই ধর্মের নামে চালান ঢং হয়ে গেছে উহা এখন ছেড়ে যাওয়া উচিৎ। কিন্ত পূজার নামে যত অন্ধ পরম্পরা আজ আমাদের দেশে চলছে উহার সম্বন্ধে কী বলা যায়? পরমাত্মার সত্যিকারের পূজা ত্যাগ করে অনেক কল্পিত দেব-দেবীর মুর্তিকে পূজার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ পরম্পরা এতদূর বেড়ে গেছে যে কোন মাজার আর কবর পর্যন্ত ও পূজার জোর বেড়ে গেছে। বাহিরের খারাপ দোষ এই জন্য আমাদের অন্তরে প্রবেশ করছে। আমরা মূর্তি পূজাকে যেমন ভয়ানক দোষাত্মক ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছি। কত দুঃখের কথা যে জ্ঞানী জাতির বালকেরা মাথা পরমাত্মা ছাড়া কাহারও নিকট নীচু করে নাই সেই জাতি সর্বত্র জড় পূজায় আপনার সময় নষ্ট করে মন লাগিয়ে আত্মতত্বের অবহেলা করিতেছে। যজুর্বেদের আদেশ-

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি য়েऽসম্ভূতিমুপাসতে।

ততোভূয় ইব তে তমো য় উ সম্ভূ ত্যাংরতা।।

য়েऽসম্ভূতিং অর্থাৎ কারণ প্রকৃতিকে ব্রহ্মের স্থানে উপাসনা

করে সে অন্ধকারে প্রবেশ করে আর যে কার্যপ্রকৃতি অর্থাৎ পাষাণাদি জড়ের উপাসনা করে সে ব্রহ্মের স্থানে মহান্ দুঃখরূপ অন্ধকারে প্রবেশ করে ঘোর নরকে পড়ে মহা দুঃখ ভোগ করে। সেই জন্য আত্মতত্বের উন্নতির জন্য শুভ কর্ম সহিত বৈরাগ্য দ্বারা সঠিক জ্ঞান পূর্বক উপাসনা করিলে সুখ প্রাপ্তি হয়।

গীতা, উপনিষদে আর বেদে সর্বত্র-পরমাত্মার লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ

পরমপুরুষ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ জীবাত্মা সৎ-চিৎ-স্বরূপ প্রকৃতি সৎ স্বরূপ। আত্মাতে দুইগুণ সৎ-নাশ রহিত আর চিৎ জ্ঞান সহিত। প্রকৃতিতে জ্ঞান এবং চেতনার অভাব আছে। অতএব যদি জীবাত্মা উন্নতি করতে চায় তবে আনন্দের মহাভান্ডার সচ্চিদানন্দকে উপাসনার দ্বারাই দুঃখকে এড়িয়ে আনন্দকে পেয়ে মনুষ্য জন্ম সফল করা যায়। জ্ঞান রহিত, চেতনা রহিত মুর্তি যার কেবল জড়গুণ উহার উপাসনা করে জীবাত্মার উন্নতি করার পরিবর্তে অবনতি হয়ে জড়প্রাপ্ত হয়।

মূর্তি পূজার উপর শঙ্করাচার্যের বিচার-

আচার্য শঙ্কর কৃত পরা পুজাতে বলিয়াছেন।

পূর্ণাস্য আবাহনং কুত্র, সর্বধারস্য চ আসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘঃ চ শুদ্ধস্য আচমন কুতঃ।।

যে সর্বব্যাপক উহাকে ঘন্টা ঘড়িয়াল বাজিয়ে ডাকা কী করে হয় যে সমস্ত ভুমন্ডলের আধার উহাকে আসন দেওয়া কী করে হয়। যে শুদ্ধ তাহাকে আচমন দিয়ে পবিত্র কী করে হয়। এই হল মূর্তি পূজার নিঃসারতা, যাহা বেদ উদ্ধারক শঙ্কারাচার্য অনুভব করেছিলেন। কিন্তু কত দুঃখের বিষয় যে আজ সেই আচার্য শঙ্করের শিষ্য জনতার কাছে পাখন্ডের প্রচার করে পয়সা রোজগারের জন্য জায়গায় জায়গায় নূতন মূর্তির স্থাপনা করে বেদ বিরুদ্ধ আচরণ করে যাচ্ছে। আমি জোরের সহিত বলছি যে শঙ্করাচার্য জড় বুদ্ধির প্রচারকদের অন্ধকারের প্রচারের মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু উহার গদীতে বসে শিষ্যগণ যাহার কাজ জনতাকে ধর্মে আসল স্বরূপ দেখিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা, তাহাদের কেবল লোভ দ্বারা এই জড়তা আলস্য আর কর্মহীনতার প্রেরক মূর্তির পূজারী রূপে পাখন্ডের সমর্থন দেখে মাথানীচু করতে হয়। শ্রী শঙ্করাচার্যের এই পরা পূজার দ্বারা মূর্তি পূজারীদের উপমা দিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে-

পাষাণৈঃ আলয়ং, বদ্ধ্বা দেবাঃ পাষাণ এব চ

ব্রহি পন্ডিত দেবস্তু কস্মিন্ স্থানে, স তিষ্ঠতি।

পাথরের মন্দির বানাও আর পাথরের দেবতা বানাও বলুন পন্ডিত দেবতা দুইই পাথর হওয়ায় কোনটা তোমার ভগবান্। আমি মূর্তি পূজারীদের কাছে আবেদন করছি যে ভগবান্ শঙ্করের এই যুক্তির উত্তর দাও যে মন্দির ও পাথরের আর তার ভিতরে দেবতাও পাথরের মূর্তি পূজারীরা পরমাত্মার সঙ্গেও কেমন হাসির ব্যাপার করছে।

যে জগদীশ্বর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ড নির্মাণ করেছে তার তৈরী পিপিলিকার যদি একটা ঠ্যাং ভেঙে যায় পৃথিবী র সমস্ত বৈজ্ঞানিক মিলে সেই ঠ্যাং বানাতে পারবে না। কিন্তু আমার ভোলাভাই জয়পুর থেকে কেবল দুশো টাকা খরচা করে পাহাড় থেকে পাথর কেটে পরমাত্মার নির্মাণ করে দিয়েছে।

এই দেবতা কেবল পাথর নয়, এর সেবায় জড়তা এবং জ্ঞান শুন্যতা ছাড়া আর কোন গুণ নেই।

কেহ কেহ বলে মূর্তি ধ্যান করার প্রথম সিঁড়ি। মহর্ষি দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশে বলেছেন যে মূর্তিপূজা উপাসনার সিঁড়ি নয় বরং এমন গর্ত, যে তাতে পড়ে জীবাত্মা জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান কর্ম উপাসনা থেকে বঞ্চি ত হয়ে যায়। সাংখ্য দর্শনে ধ্যানের

সম্বন্ধে বলা আছে যে-

"ধ্যানম্ নির্বিষয়ং মনঃ" (সাংখ্য সুত্র)

ধ্যান এই অবস্থার নাম যাতে মন নির্বিষয় হয়।

বিষয় পাঁচটা-চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা, নাক দিয়ে ঘ্রাণ, জিভ দিয়ে চাখা আর ত্বক দিয়ে স্পর্শ করা। সাংখ্য দর্শনকার ঋষি বলেন এই পাঁচ অবস্থা থেকে যখন মন আলাদা হয় ঐ অবস্থার নাম ধ্যান। কিন্তু মূর্তিকে চোখ দিয়ে দেখা যায়, সেই জন্য ইহা ধ্যান নয়। আত্মা ধ্যানাবস্থিত অবস্থায় থাকে যখন প্রাকৃতিক বাহ্য জগৎকে দেখা, শোনা, ঘ্রাণ, চাখা ও স্পর্শ করা, এই পাঁচ বিষয় ছেড়ে কেবল সচ্চিদানন্দময়ী পরিপূর্ণ তাই অণুতে অবস্থিত সর্বান্তরূপ পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়। পরমাত্মার ধ্যানে পরিপূর্ণ তখন সৎচিৎ স্বরূপ উহার উপাসনায় আনন্দ ও পরম সুখ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে সময় মতো আক্রমণকারী মুসলমানের সোমনাথের মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করে। যদি এই মূর্তিতে কোন শক্তি থাকতো তো বিধর্মীরা এর এই দুর্গতি করতে পারত না। বিচার করে দেখুন যে মূর্তি আপনাকে রক্ষা করতে অসমর্থ, যার জন্য স্বয়ং পূজারীর বিশ্বাস নেই যে, বিনা তালা বন্ধ করে ভগবান্‌কে ছেড়ে দেওয়া যায়। আমার বিশ্বাস যে যদি পূজারী

একদিন নিজের জড় ভগবান্‌কে বিশ্বাস করে নেয়, আর তালা না লাগিয়ে মন্দির ছেড়ে দেয়, তাহলে সকালে দেখবে চোর মহারাজ ভগবান্‌কে বস্ত্রহীন, অলংকার হীন করে চুরি করে নিয়ে গেছে।

মুর্তি পূজা কোথা থেকে এল?

মূর্তি পূজা প্রধানরূপে জৈনদের সময় থেকে আসে। জৈনরা বামমার্গীদের কাছে শেখে। এই জন্য আজও শিবের নামে শিবলিঙ্গের পূজা হয়। শিব পুরাণে দারুবনের কথা পড়লে শিবলিঙ্গের পুরা রহস্য বোঝা যাবে। এই ভাবে যদি এই অন্ধ পরম্পরা দেশে বাড়তে থাকে, তবে অনেক প্রকার দুগুণ দূর্ব্যসন দেশবাসীর এসে যাবে।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনে যদি কেউ মুর্তি বা সমাধি জ্যান্তে বানাত তাহলে মহাত্মা জী কখনও রাজী হতেন না। কিন্ত ওঁর মৃত্যুর পরে মূর্তি বানানো হয়েছে এবং ফুল চড়ানো হচ্ছে।

ওদিকে পাকিস্তানেও জিন্না সাহেবের কবরের উপর আমাদের ভুতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ফুল মালা চড়িয়ে দিয়েছেন, হিন্দুদের মূর্তিপূজার ধার্মিক অন্ধ বিশ্বাস রূপ থাকায় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও পাখন্ডপনা এসে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি পন্ডিতদের কোন শ্রদ্ধা আছে কী? এই

মূর্তি পূজা আরম্ভ হয়েছে

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছে-

য়স্যাত্ম বুদ্ধি কুণে্প ত্রি ধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ
য়ত্তীথ বুদ্ধিঃ সলিলেতু কর্হিচিৎ
জনেষ্ব ভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ।

যাহা বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিন জিনিস হতে উৎপত্তি হয়ে শরীরে আত্মবুদ্ধি করে স্ত্রীলোকের মধ্যে স্ববুদ্ধি থেকে তৈয়ারী মুর্তিতে যা পূজার বুদ্ধি আর যাহা জলে তীর্থবুদ্ধি কোন সময় করা হয়, এরা গোখর অর্থাৎ বলদ ও গাধা হয়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ এই জন্য নিশ্চিৎ রূপমুর্তি পূজা আত্মার উন্নতিতে অত্যন্ত বাধা স্বরূপ।

উপাসনা মার্গের প্রথম সিঁড়ি মূর্তি পূজা নয়। বরং পাঁচ যম নিয়ম হয়। সত্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি নিয়ম। সত্য চুরি না করা ব্রহ্মচর্যের নিয়ম পালন অপরিগ্রহ তথা শৌচ আদি নিয়ম পালন করেই আত্মা পবিত্র হয়। আর শুভ কর্মে রত পবিত্র আত্মাতে ভগবান্ দর্শন করতে চায় তাদের জানা উচিৎ যে তাদের চক্ষু

প্রাকৃতিক সেই জন্য প্রকৃতির দ্বারা বানানো চক্ষুতে দৃষ্ট বস্তু দেখা যেতে পারে।

পরমাত্মা প্রকৃতির উপরে। অতএব উহার সহিত সাক্ষাৎ করতে হলে প্রাকৃতিক জগৎ আলাদা হয়ে একান্ত মনে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান আর সমাধি, দ্বারা নিরন্তর পরম পুরুষ আনন্দ ধনের সঙ্গে মিলন হতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে-**নাম্বুময়ানি তীর্থানি দেবাঃ মৃচ্ছিলাময়াঃ**। জলওয়ালা তীর্থ হয় না।

এক প্রশ্ন আর তার উত্তর

কিছুদিন হয় দৈনিক হিন্দুস্থান পত্রিকায় এক লেখা ছাপা হয় যে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপক বলে মানে তাকে বলা হয় ইহা সর্বব্যাপক বলে মূর্তিতে বিদ্যমান, এই জন্য মুর্তি পুজা হওয়া প্রয়োজন।

উত্তর-আমি খুব নম্রভাবে এই মহানুভবকে নিবেদন করবো যে যদি সর্বব্যাপক হওয়ায় পরমাত্মা সমস্ত বিশ্বের কোনায় কোনায বিদ্যমান বলে আপনি মানেন তবে তার বানানো পুষ্পবৃক্ষ নদী সমুদ্র সবই তার বানানো দেখে তাকে পূজার উদ্দেশে উহার মহত্বকে অনুভব করে আত্মা জ্যোতি দ্বারা উহার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম

প্রভূর অনুভব কেন করব না।

সর্বব্যাপক মানার পরও মানুষ মূর্তি নির্মাণ করে উহার পূজার আবশ্যকতার প্রয়োজন, সেই ফের মূর্তির দ্বারা তো আপনার ইহা পাওয়া যাবে না কেননা উনি তো মূর্তিতে নেই।

প্রিয় ভাই! উহার রাতে চাঁদ নিজের বর্ণ রূপ দেখায় উহার রূপ চতুর্দিকে ছিটিয়ে যায় কিন্তু মাঝখানেও সমান রূপে তার আলো প্রকাশ পায় ও পৃথিবীতে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখা যেতনা। যদি চাঁদকে দেখতে হয় তবে স্বচ্ছ জলের উপর চশমা দিয়ে দেখা যায়। তবু সতর্ক থাকতে হবে যেন জল না নড়ে। জল শুদ্ধ হলে স্থির হলে পূর্ণ চন্দ্রকে দেখা যাবে।

এইভাবে পরমাত্মা সর্বব্যাপক হওয়ায় কেবল হৃদয়ে আত্মাতে দর্শন হয়। ইহাতেও সতর্ক থাকতে হবে যেমন জলে ময়লা থাকলে চাঁদ দেখা যাবে না। তেমনি আত্মাতে যেন পাপের ময়লা না থাকে জলের মত শুদ্ধ আর সংকল্প বিকল্প রহিত হতে হবে। যেমন জলের মত নড়তে থাকলে চাঁদ দেখা যায় না সেই রকম সব সময় সংকল্প বিকল্প থাকলে ডামাডোল হয়ে ব্যাপক হয়েও প্রভূর দর্শন হয় না, অতঃপর সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই পূজার যোগ্য। আমার হাতে তৈরী জড়ত্ব গুণ প্রধান প্রস্তর মূর্তি নয়।

ভাবনা

কোন কোন ভাই বলে থাকে ভাবনাতেই সব হয়। জড় মূর্তিতে চৈতন্যরূপ ভাবনা থেকে ফল পাওয়া যায়। আমার এই নিবেদন যে ভাবনাও অনুকূল বস্তুতে গেলে উহাই ফলবতী হয়। যেমন মাটিতে সৃষ্টির ভাবনা করলে উহা সৃষ্টি হয় না, তেমনি লোহাতে সোনার ভাবনা করলে দাম বাড়ে না। অতঃপর সত্যকে শ্রদ্ধা করলে তবে আত্মা পবিত্র হয়। যেমন মিথ্যাকে সত্য মনে করে বলাতে সত্য হয় না। এই রকম সব বস্তুকে তদনুকূল ভাবাই শ্রেয়।

ঈশ উপনিষদে আছে-

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম-
স্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মণীষী পরিভূঃ স্বয়ংভুর্যাথা
তথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।

-ঈশমন্ত্র

অর্থাৎ-এই পরমাত্মা সর্বব্যাপী শরীরধারী নয়। ইহা শিরা ও নাড়ীর বন্ধন রহিত, পবিত্র পাপমুক্ত জ্ঞানী মনের ভাবকে জানে অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে সর্বব্যাপক অজন্মা আর সমস্ত বস্ততে ঠিক-ঠিক গুণ দ্বারা জীবের জন্য উপদেশ বেদ জ্ঞান দ্বারা দিয়া থাকেন। ইহা স্পষ্ট করে বলিয়াছে যে সে শরীর ধারা নয়। উহার মূর্তি কেমন করে সম্ভব। উহার প্রতিভা সম্ভব নয়।

আর্য সমাজের দশ নিয়ম

(১) সব সত্যবিদ্যা এবং যে পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় যে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

(২) ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, সর্বশক্তিমান ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয় নিত্য পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা। তাঁহারই উপাসনা করা যোগ্য।

(৩) বেদ সব সত্য বিদ্যার পুস্তক। বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্যের পরম ধর্ম।

(৪) সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকা উচিৎ।

(৫) সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিৎ।

(৬) সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।

(৭) সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিৎ।

(৮) অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিৎ।

(৯) প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ নয়, কিন্তু সবার উন্নতিতে নিজ উন্নতি বোঝা উচিৎ।

(১০) সব মানুষের সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র থাকা উচিত এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাই স্বতন্ত্র থাকিবে।